10373 - মৃত ব্যক্তকিে দাফন করা ও তার পরবিারকে সান্ত্বনা দওেয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমার বাবা সম্প্রতি হজ্জ করতে গয়িে মারা গয়িছেনে। আমাদরে এখানে প্রচলতি প্রথা হলো মানুষ তাদরে সমবদেনা প্রকাশ করার জন্য আসে। তারপর সবাই হাত তুলে সূরা ফাতহিা পড়ে ও মৃত ব্যক্তরি জন্য দোয়া করে। আমি জানি এটা জায়যে নয়। এই প্রচলন থকেে দূরে থাকার জন্য আমি অনকে চষ্টো করছে।ি আমার কছিু প্রশ্ন আছ:ে

- সমবদেনা জানানোর সময় যা করণীয় ও যা বর্জনীয়?
- মৃত ব্যক্তকিে বহনরে সময় কী বলা উচতি?
- মৃত ব্যক্তকিে কবরে রাখার সময় কী বলা উচতি?
- মৃত ব্যক্তরি নাম দয়িে কি কবররে উপর কোনো চহ্নি দওেয়া যাব?ে
- দাফন শষে করার পরে কোন দোয়া পড়তে হব?ে
- মৃত ব্যক্তরি কবরে কছিু পানি রাখা কতটুকু সঠকি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

জানাযা বহন করা ও অনুসরণ করা আবশ্যক। এটা মুসলমিদরে উপর মৃত মুসলমিরে অন্যতম অধকিার। যে ব্যক্তি এই আমল করনে তার জন্য বপিুল নকেীর কথা বর্ণতি হয়ছে।ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “যে ব্যক্তি বাড়ি থকেে জানাযায় উপস্থতি হওয়া পর্যন্ত থাকব,ে অন্য বর্ণনায়- যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে নকেীর আশায় নামায পড়া পর্যন্ত কারো লাশ অনুসরণ করব,ে সে এক কীরাত্ব সওয়াবরে অধকিারী হব।ে আর যে ব্যক্তি মৃতরে দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থতি থাকব,ে তার জন্য দুই কীরাত্ব। জজ্ঞিাসা করা হল: দুই কীরাত্ব কী? তনিি বললনে: দুটি বশিাল পর্বত সমতুল্য (সওয়াব)।”[বুখারী, কতিাবুল জানাইয: (১২৪০)]

লাশ অনুসরণরে সময় শরীয়তরে বরিুদ্ধে যায় এমন কাজ করা জায়যে নইে। যথা: উচ্চঃস্বরে কাঁদা, ধূপ নয়িে অনুসরণ করা। এর সাথে আরো যুক্ত হব:ে লাশরে সামনে উচ্চঃস্বরে যকিরি করা। কারণ এটা বদিাত। কাইস ইবন আব্বাদ বলনে: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাহাবীরা লাশরে সামনে উচ্চঃস্বরে যকিরি করা অপছন্দ করতনে।” কারণ

এতে খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়।

দুই: দাফন:

মুসলিমকে কাফরের সাথে দাফন করা যাবে না। কাফেরকেও মুসলিমের সাথে দাফন করা যাবে না। মুসলিমকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে।

সুন্নাহ হল মৃত ব্যক্তিকে কবরের পেছন দিক থেকে প্রবেশ করানো। কবরে মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে রাখতে হবে। আর চেহারা কিবলামুখী করতে হবে। যিনি তাকে কবরের বগলী গর্তে রাখবেন তিনি বলবেন: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ أَوْ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আল্লাহর নামে, রাসূলের সুন্নাতের উপর অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাতের উপর।)[সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল জানাইয (৯৬৭), শাইখ আলবানী সহীহু সুনানি আবি দাউদে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন (৮৩৬)]

কবরের কাছে থাকা ব্যক্তির জন্য কবরের বগলী গর্ত ঢেকে ফেলার পর দুই হাত ভরে তিন মুঠ মাটি কবরে ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব।

দাফন শেষে করার পর কয়েকটি কাজ করা সুন্নাহ:

যমীন থেকে কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা। কবরকে যমীনের সমান সমান না রাখা; যাতে করে কবর হিসেবে চেনা যায় এবং কবরের মর্যাদা রক্ষা করা হয়; অবমাননা না করা হয়। ভূমি থেকে কবরকে এক বিঘত উচু করা হবে। একটা পাথর বা অন্য কিছু দিয়ে চিহ্নি দিতে সমস্যা নেই; যাতে তার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার পাশে দাফন করা যায়। কবরের মাটিতে পানি ছিটিয়ে দেয়া; যেন মাটি শক্ত হয়ে থাকে; উড়ে না যায়।

মৃতব্যক্তিকে তালকীন দেয়া যাবে না; কিছু মানুষ যা করে থাকে। বরং কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তার দৃঢ়তার জন্য দোয়া করবে, তার জন্য ক্ষমা চাইবে এবং উপস্থিত লোকদেরকেও এই নির্দেশ দিবে। যেহেতু উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন: "তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং তার দৃঢ়তার জন্য দোয়া করো। কারণ তাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[সুনানে আবি দাউদ, আল-জানাইয (২৮০৪), শাইখ আলবানী তার সহীহু সুনানি আবি দাউদে (২৭৫৮) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

কবরের কাছে কুরআন থেকে কিছুই পড়বে না। কারণ এটা বিদাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সম্মানিত সাহাবীরা এটি করেননি। কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা, কবর পাকা করা এবং সেখানে কিছু লেখা হারাম। কারণ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, এর উপর বসতে এবং এর উপর

কছিু নর্িমাণ করতে নষিধে করছেনে।”[সহীহ মুসলমি, আল-জানাইয (১৬১০)]। আবু দাউদে আছে: “তনিি কবর পাকা করতে, কবররে উপরে লখিতে এবং কবরকে পদদলতি করতে নষিধে করছেনে।”[আল-জানাইয (৩২২৬), শাইখ আলবানী সহীহু সুনানি আবি দাউদে (২৭৬৩) হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে]।

তনি:

মৃতরে পরবিারকে সান্ত্বনা দওেয়া শরীয়তসম্মত। আর সান্ত্বনা এমন কছিুর মাধ্যমে দতিে হয় যটো তাদরেকে প্রবোধ দবি,ে তাদরে দুঃখ দূর করবে এবং তাদরেকে ধর্ৈযধারণরে দকিে ধাবতি করবে বলে ধারণা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে সান্ত্বনা দয়ো সম্পর্কে যা সাব্যস্ত হয়ছে যদি সটো তার মনে থাকে তাহলে তা দয়িে সান্ত্বনা দবি।ে অন্যথায় সাধ্যমত যে কোন সুন্দর কথা দয়িে সান্ত্বনা দবি;ে যা দয়িে উদ্দশ্যে হাসলি হয় এবং শরীয়তরেও বরখলোফ না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে (সান্ত্বনার দোয়া হসিবে) বর্ণতি হয়ছে:ে **إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ** (নশ্চিয় আল্লাহ যা নয়িে গছেনে সো তো তাঁরই। আর যা কছিু দয়িছেনে সটোও তাঁরই। তাঁর কাছে সব কছিুর একটা নর্িদষ্টি সময় রয়ছে।ে কাজইে সবর করুন এবং সওয়াবরে আশা করুন।)[বুখারী (১২০৪)]

দুটি বষিয় পরহিার করা আবশ্যক:

১. তাযয়িা তথা সান্ত্বনা দয়োর জন্য সবাই সমবতে হওয়া; যদওি মানুষদরে মাঝে এমন প্রথার প্রচলন থাক।ে

২. সান্ত্বনা দতিে আশা ব্যক্তদিরে আতথিয়েতার জন্য মৃত ব্যক্তরি পরবিাররে খাবার প্রস্তুত করা।

বরং সুন্নাহ হল মৃত ব্যক্তরি আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতবিশেী মৃত ব্যক্তরি পরবিাররে জন্য এমন কোন খাবার প্রস্তুত করা যা তাদরেকে পরতিৃপ্ত করব।ে

আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আরো জানার জন্য দখো যতেে পার:ে আলবানী রাহমিাহুল্লাহুর ‘আল-জানাইয’ বই এবং শাইখ আল-ফাওযানরে ‘আল-মুলাখ্খাসুল ফকিহী’ (২১৩-২১৬)।